দৈনিক সংবাদ

MAR 22 2001

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নীলফামারীতে দাখিল পরীক্ষ

টেবিলের ওপর বই রেখে লিখছে ছাত্ররা, নকল পৌঁছে দিচ্ছে শিক্ষকর

নীলফামারী থেকে নিজস্ব সংবাদদাতাঃ ভয়াবহ নকলপ্রবণতার মধ্য দিয়ে জেলার পাঁচটি দাখিল পরীক্ষা কেন্দ্রে চলতি বছরের মাদ্রাসা বোর্ডের দাখিল পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গতকাল বুধবার বিভিন্ন মাদ্রাসা কেন্দ্রে ঘুরে দেখা গেছে, ইনভিজিলেটরদের সামনেই পরীক্ষার্থীরা উত্তরপত্রের ওপর গোটা বই খুলে প্রশ্নের উত্তর লিখেছে। কর্তব্যরত ম্যাজিস্ট্রেটের অবস্থানে কিছু সময় ছাড়া অবশিষ্ট পুরো সময়ই নকলের স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় প্রতিটি মাদ্রাসা কেন্দ্রে।

কোন কোন মাদ্রাসা কেন্দ্রে আধ-এক ঘন্টা থেকেই ম্যাজিস্ট্রেটরা কেন্দ্র ত্যাগ করে চলে গেলে সাথে সাথেই শিক্ষক-কর্মচারী-অভিভাবকরা মিলে পরীক্ষার্থীদের নকলে সহযোগিতা শুরু করেন।

গতকাল নীলফামারী আলিয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রে পরীক্ষা শুরু হওয়ার পরপরই জেলা প্রশাসক কেন্দ্র পরিদর্শন করে চলে গেলে কোন ম্যাজিস্ট্রেট কেন্দ্রে না থাকায় সেখানে নকলের মহোৎসব চলে। ছাত্ররা পরীক্ষার খাতার ওপরে পর্যন্ত বই রেখে নকল করেছে।

সৈয়দপুর উপজেলার সোনাখুলী মুন্সি-পাড়া ফাজিল মাদ্রাসা ঘুরেও গতকাল নকলের একই দৃশ্য চোখে পড়ে। কেন্দ্রের ২শ গজের মধ্যে ১৪৪ ধারার কার্যকা ছিল না, বাইরে থেকে তুমুল গণটোকা চলেছে। এমনকি মাদ্রাসার অধ্য কার্যালয়ে জানালা দিয়ে নকল সরবর কারীরা কর্মচারীদের মাধ্যমে পরীক্ষার্থী কাছে নকল পাঠিয়েছে।

এ দৃশ্য সাংবাদিকদের দৃষ্টিগোচর অধ্যক্ষ নকল সরবরাহকারীদের নি করেন। তবে পুলিশের কোন তৎপ সেখানে ছিল না। এই কেন্দ্রে শিক্ষকদে বাইরে থেকে নকল নিয়ে পরীক্ষার্থী কাছে পৌঁছে দিতে দেখা গেছে। বেশিরভাগ পরীক্ষাকক্ষে গিয়ে দেখা গে ছাত্রছাত্রীরা পরিদর্শকদের সামনে খো মেলাভাবে নকল করছে। হল সুপার তা ভৎর্সনা করেও থামাতে পারেননি। ভিতরে প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে কে চারপাশে ছিল বড় বড় জটলা।

জলঢাকা উপজেলার ছিট মীর শালনগ্রাম মাদ্রাসার অধ্যক্ষ নিজে সাং দিকদের পাহারা দিয়ে নকলবাজ সহযোগিতা করেছেন। এই কেন্দ্রে খোলামেলা নকল হয়েছে। কেবল কিশো গঞ্জ কেশবা কেন্দ্রে কিছু শিক্ষককে নক প্রতিরোধে একটু তৎপর দেখা গে ডিমলা নিজপাড়া কেন্দ্রেও নকল হয়ে দেদারসে।